কালীমূর্তি সাংখ্য দর্শন

কালীমূর্তি সাংখ্য দর্শনের সগুণ ঈশ্বর বা প্রকৃতি-পুরুষের প্রতিমা। সাংখ্যের মতে পুরুষ জড়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। তাই শিব শবাকারে পতিত, প্রকৃতি তাঁতে স্থিত হয়ে জগদব্যাপার সম্পন্ন করতেছেন।

(ঋণঃ স্বামী নিগমানন্দ)

ভেদ জ্ঞান অজ্ঞানসম্ভূত

অজ্ঞজনে কৃষ্ণ, কালী, দূর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের যে ভেদ কল্পনা করে বৃথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ করে আত্মোন্নতির বিঘ্ন ঘটান, অভেদ চেতনায় উদার না হয়ে সঙ্কীর্ণমনা হন, তা সবই অসার। তন্ত্রপ্রদীপে পরিষ্কার করে বলা হল স্ত্রীরুপই বল আর পুংরুপই বল, সেই এক নিষ্কল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই; তিনি না মেয়ে না পুরুষ না ষণ্ড, না জড় তথাপি কল্পলতার মতো স্ত্রী শব্দে বলা হল। সাধকের হিতকামনায় চিন্ময় অপ্রমেয় অরুপ নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের রুপ কল্পনা করা হয়েছে।

বেদান্ত ভাবনায় এসবই গৃহীত হয়ে এক ঐক্যচেতনায় নানা রসসৃষ্টি করে; এই তো একে বহুর উপলব্ধি ও বহুতে একের সমীকরণ। এই সর্বাত্মকতা সর্বস্বরুপতা অথচ নির্লেপ এক ব্রহ্মভাবনায় সাধকচিত্ত সমদর্শী হন। এই ভাবনাই সনাতন সত্য, সনাতন ধর্মের প্রাণ। তা না স্বীকার করার জন্যই পৃথিবীতে ধর্মভেদ, বৈষম্যের এত প্রবল প্রতাপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বলেছেন—

"বেদ-পুরাণ তন্ত্রে প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (রাম-কৃষ্ণ, প্রভৃতি)।তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।"(কথামৃত অ.পৃঃ ২৭৮)

"বৈষ্ণবদের নানা থাক থাক আছে। বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলে, একদল বৈষ্ণবরা তাকে বলে আলেখ 'নিরঞ্জন'। আলেখ অর্থাৎ যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। তারা বলেন রাধা ও কৃষ্ণ আলেখের দুটি ফুট। "(কথামৃত অ.পৃঃ১৩৯)

এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন না তখন ব্রহ্ম বলি, যখন ও-সব করেন তখন তাঁকে কালী বলি। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। এক, লীলাতে দুই মনে হয়। কৃষ্ণ আলেখের দুটি ফুট।

"(কথামৃত অ.পৃঃ ১৩৯)

শক্তিতত্ত্ব

এভাবে সকল বেদ পুরাণ তন্ত্র থেকে একটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে সনাতনধর্মই-সত্যই হলঃ ব্রহ্ম সত্য-একমাত্র সৎ পদার্থ।সৃষ্টি সেই এক থেকে কেমন করে হতে পারে?

এর উত্তর পেতেই নানা দর্শনের উদ্ভব। প্রথমতঃ ব্রহ্মের একটি শক্তি কল্পনা করা হল। সেই শক্তিসহায়ে নির্গুণসত্তাই বহুরুপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। সঙ্গতভাবেই বলা চলে সেই একমাত্র চেতনসত্তা আপন ইচ্ছাশক্তিতেই ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছু হলেন। তিনি বহু সত্ত্বপমূর্তি দেব-দেবী হলেন।তাঁদের সকল ক্রিয়া-ক্রীড়াই ব্রহ্মলীলা, নিষ্প্রয়োজন আনন্দ মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সত্তারও। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'যাঁরই নিত্য, তাঁরই

লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। 'আমি সবই লই তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সব লই। সব না নিলে ওজন কম পড়ে। ওজনে কেন কম পড়ে?

ব্রহ্ম-জীবজগৎ বিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎ ছেড়ে দিতে হয়, তিনি চতুর্বিংশতি তত্ব হয়েছেন।বেলের সার বলতে শাঁসই বোঝায়। তখন বিচি আর খোলা বাদ দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বিচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস তারই বিচি তারই খোলা। 'তাই-'যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।' (কথামৃত অ.পৃঃ৮০৮)

এজন্য কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে মনে করেন। (কথামৃত ৮১৫ পৃঃ শ্রীম-এর মন্তব্য) কিন্তু তিনি উপরের বাক্যেই যে তুরীয়কে স্বীকার করেছেন, বেলের সার হিসেবে কেবল শাঁসকে ধরেছেন, তখন বিচি খোলা বাদ দিতে হয়'—সে— অবস্থায় তাঁকে কোন্ মতাবলম্বী বলা যাবে?

যেমন, যখন তিনি বলেন "বেদান্তবিচারে সংসার মায়াময়, স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষি স্বরুপ-জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরুপ।

আবার 'আমি উপমা দিই ঘন্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম- লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থুল সুক্ষ্ম কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘন্টা বাজল, যেন মহাসমুদ্র, একটা গুরু জিনিস পড়ল আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হঅল। মহাকারণ থেকে স্থুল সুক্ষ্ম কারণ শরীর দেখা দিল-সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, তাহাতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।' (তদেব, পৃঃ৮০৯)

আর উপনিষদ বলেছেন—

যতো বা ইমানি...(তৈ.উপ, ৩/১) যা থেকে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়েছে, যাতে থেকে জীবিত থাকছে, অন্তকালে যাতে লয় হয়ে যাচ্ছে—তা ব্রহ্ম। তন্ত্র বলেছেন, 'মা, নিরুপাধিজ্যোতিরুপা, পরাশক্তি, তোমারই নাম শিব, নিত্য তোমায় উপাসনা করি।— (শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা ১ম খন্ড পৃঃ৩৩২)

দেবি! তুমিই বিশ্ব ধারণ করে রয়েছে, তুমিই জগৎ সৃষ্টি করে পালন আবার সর্বদা সংহার করছ।

(ঋণঃ স্বামী অমৃতত্বানন্দ)

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

জয় শ্রীরাম

হর হর মহাদেব